বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন
২০২০-২১

খাদ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	ইনোভেশন উদ্যেগসমূহ	
১	এলএসডি/সিএসডির খামাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং।	১
২	চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়।	৭
৩	জামানত পদ্ধতির আধুনিকায়ন	১০
৪	ফেস রিকগনিশন অ্যাপের মাধ্যমে ওএমএস ব্যবস্থাপনা।	১৪
	আইডিয়া রেপ্লিকেশন:	
৫	রেপ্লিকেশন উদ্ভাবনী উদ্যোগ: এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে ‘বিতরণকৃত’ সিল প্রদান	১৯
৬	খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১	২৫

উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

১। চিহ্নিত সেবার নাম: এলএসডি/সিএসডির খামাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং।

খ. সেবা গ্রহণকারী কারা?

এলএসডি/সিএসডির খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক)।

ক. সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়?

খাদ্য গুদামের মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক) এলএসডি/সিএসডিতে গিয়ে অফিস হতে খামাল কার্ড নিয়ে গুদামে প্রবেশ করে খামালে মজুদ খাদ্যশস্য যাচাই করেন। এলএসডি/সিএসডি হতে উপজেলা ও জেলা অফিসে দৈনিক পণ্য ও প্রকার ভিত্তিক মোট মজুদের তথ্য প্রেরণ করা হয়। গুদাম ভিত্তিক খামাল ভিত্তিক মজুদের তথ্যের প্রয়োজন হলে এলএসডি/সিএসডি হতে পৃথকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

খ. চিহ্নিত সেবা প্রদান করা/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ:

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহিতাদের ভোগান্তি/ সমস্যার কারণে সৃষ্ট ফলাফল
একটি এলএসডি/সিএসডির কোন গুদামে কতটি খামাল কোন অবস্থানে আছে তা সরেজমিন গুদামে না গিয়ে জানা যায় না	ডিজিটাল মনিটরিং এর ব্যবস্থা না থাকা	খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে অসুবিধা
প্রায়শঃ খামাল কার্ডে খামালের অবস্থান মার্ক করা হয়না	অনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য	ওয়ারেন্টি ভঙ্গ করে খাদ্যশস্য বিতরণের সুযোগ নেয়া
ধান সংগ্রহ কার্যক্রমে পেপার ট্রানজেকশনের অভিযোগ উত্থাপন হয়	জেলা/উপজেলা কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক গুদামে অবস্থান করা সম্ভব হয়না	সংগ্রহ কার্যক্রমে অনিয়মের অভিযোগ
পুরাতন খাদ্যশস্যের খামালকে নতুন খামাল হিসেবে প্রদর্শন করা	খামাল কার্ডে অবস্থান মার্ক করা হয়না	সংগ্রহ/বিলি-বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম সংঘটিত হওয়া

সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: (Where, who, how much, what and why?)

গুদামের খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতি মাসে ০৮ বার এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতি দুই মাসে জেলার সকল এলএসডি পরিদর্শন করার নির্দেশনা রয়েছে। বাস্তবে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে ০২ বার এলএসডির সবকয়টি গুদামের খামালে মজুদ খাদ্যশস্য যাচাই করেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতি দুই মাসে একবার একটি এলএসডি পরিদর্শন করেন। বাস্তবে গুদামে প্রবেশ না করে এলএসডির কোন খামালে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ আছে তা জানার সুযোগ নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে খামালের অবস্থান মার্ক করা হয়না, যার দরুণ ওয়ারেন্টি ভঙ্গ করে খাদ্যশস্য বিতরণের সুযোগ থেকে যায়। ধান-চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুদামে বিদ্যমান খাদ্যশস্যের খামালকে নতুন সংগৃহীত খামাল হিসেবে প্রদর্শন করার অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রত্যহ

একটি গুদামের কোন খামালে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রবেশ করছে/বের হচ্ছে বাস্তবে গুদামে না গিয়ে যাচাই করা যায়না। খামাল কার্ডসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি সংশ্লিষ্ট এলএসডি/সিএসডিতে সংরক্ষণ হওয়ায় গুদামে অস্বাভাবিক ট্রানজেকশন হলে মনিটরিং কর্মকর্তার তা তাৎক্ষণিক চিহ্নিত করার সুযোগ থাকেনা।

সমস্যার ভুক্তভোগী কারা?

সুবিধাভোগীর ধরণ	পাইলটিং এলাকা	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		বছর (২০২০)	বছর (২০২১)	বছর (২০২২)	বছর (২০২৩)
গুদামের খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক)	১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি ২. চান্দুরা এলএসডি, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-	-	-	-

সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত আইডিয়াটির শিরোনাম:

এলএসডি/সিএসডির খামাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং।

সমাধান প্রক্রিয়া

ক. আইডিয়ার বিবরণ:

খাদ্য গুদামের খামাল ব্যবস্থাপনা' নামে একটি সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়। সফট্ওয়্যারে জেলা ভিত্তিক সকল এলএসডির নাম এন্ট্রি করা হয়। একটি এলএসডির গুদাম সংখ্যা, ধারণক্ষমতার তথ্য এন্ট্রি করে এলএসডি ক্যাম্পাসের লে-আউট তৈরি করা হয়। লে-আউটে এলএসডির বাস্তব গুদামের অবস্থান, ধারণক্ষমতা এর ন্যায় গুদামের অবস্থান সেট করা হয়। ৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতার একটি গুদামে ০৬টি ও ১০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার একটি গুদামে ১২টি খামালের ফিল্ড তৈরি করা হয়। এলএসডির কোন গুদামে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি হলে সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা সিস্টেম এ লগইন করে এফ.এস-১/২/৩... নির্বাচন করে খামালের অবস্থান চিহ্নিত করে খামাল কার্ডের তথ্য লিপিবদ্ধ করার পর ভার্চুয়াল খামাল তৈরি হয়। খামাল হতে খাদ্যশস্য ডেসপাচ/বিতরণ করা হলে এফ.এস নম্বর ও খামালের অবস্থান চিহ্নিত করে খামাল হতে খাদ্যশস্য মাইনাস করা হয়। খামালের ডিজাইন বার ডায়াগ্রামের মতো হয়। খামালে খাদ্যশস্য প্রবেশ করলে বারটি ফিল হয়, খাদ্যশস্য আউট হলে বারটি ক্রমান্বয়ে ব্ল্যাংক হয়। সিস্টেম এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে খামাল কার্ড তৈরি করা যায়। খামালের ওয়ারেন্টি ব্র্যাক আপ পরিহার করার জন্য একটি গুদামে খামালের অবস্থানসমূহে ক্রমান্বয়ে খামাল গঠন করা হয়। উদাহরণস্বরুপ: একটি গুদামে ০৪টি খামাল গঠন হলে এবং ০১ নং খামালটি বিতরণ হয়ে ০২ নং খামাল বিতরণাধীন থাকলে, এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ০৫ নং পজিশনে খামাল গঠন করতে হয়। ইচ্ছা করলেও ০১ নং পজিশনে খামাল গঠন করা যায়না, কারণ সিস্টেম এটি অ্যালাউ করেনা।

গুদাম কর্মকর্তা অফিসে/দূরে অবস্থান করেও একটি গুদামে খামাল সংখ্যা, খামালওয়ারী খাদ্যশস্যের পরিমাণ, খামালের অবস্থান, নির্মাণাধীন ও বিতরণাধীন খামাল মনিটর করতে পারেন। উপজেলা কর্মকর্তা তার আওতাধীন এক/একাধিক এলএসডি এবং জেলা কর্মকর্তা জেলার সকল এলএসডির মজুদ সার্বক্ষণিক মনিটর করতে পারেন। উপজেলা ও জেলা কর্মকর্তা এলএসডি পরিদর্শনে গিয়ে সিস্টেমের সাথে বাস্তব মজুদ যাচাই করে দেখেন এবং বাস্তব পরিদর্শনে প্রাপ্ত ফলাফল সফট্ওয়্যারে এন্ট্রি করেন। খাদ্যশস্য সংগ্রহ মৌসুমে সিস্টেম এ কোন এলএসডিতে খাদ্যশস্য ট্রানজেকশনে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে জরুরীভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলএসডি পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থা যাচাই করা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য অধিদপ্তর ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সিস্টেম এ লগইন করে যেকোন জেলার যেকোন এলএসডি/সিএসডির গুদামসমূহের রিয়েল টাইম খামালওয়ারী মজুদ ও খাদ্যশস্যের ট্রানজেকশন মনিটরিং করতে পারেন।

গ. উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কি?

১) মনিটরিং কর্মকর্তা অফিসে/দূরে অবস্থান করেও এলএসডি/সিএসডির গুদাম ভিত্তিক খামাল ভিত্তিক মজুদ ও ট্রানজেকশন মনিটর করতে পারেন।
২) ভার্চুয়াল এলএসডি ক্যাম্পাস তৈরি করা হয়।

৩) সিস্টেম হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খামাল কার্ড তৈরি করা যায়।

ঘ. উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী হার্ডওয়্যার/ সরঞ্জমাদি/ অবকাঠামো লাগবে?

১. কম্পিউটার- ০২টি ২. সফট্ওয়্যার- ০১টি ৩. ইন্টারনেট কানেকশন

ঙ. উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে? (সফটওয়্যার তৈরি, ডাটাবেজ তৈরি, এসএমএস বান্ডিল ক্রয় ইত্যাদি)

১. সফট্ওয়্যার তৈরি করা।

২. সফট্ওয়্যারে এলএসডির গুদাম ভিত্তিক খামাল ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি করে ক্যাম্পাস ও গুদামের খামালের লে-আউট তৈরি করা।

৩. এলএসডির কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ. নতুন প্রসেস ম্যাপ:

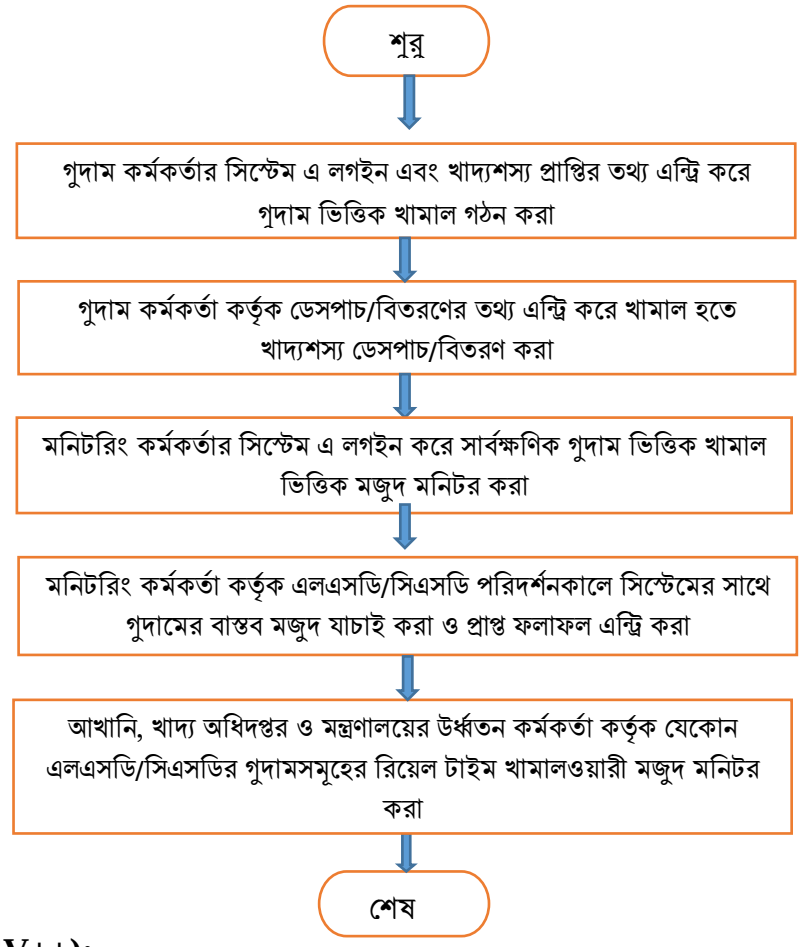

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৪-৫ ঘন্টা	৯০০-১০০০ টাকা	৩-৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১৫-২০ মিনিট	৫০-৬০ টাকা	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৩.৪৫-৪.৪০ ঘন্টা	৮৫০-৯৪০ টাকা	১-২ বার

অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১. মনিটরিং কর্মকর্তা অফিসে/দূরে অবস্থান করেও এলএসডি/সিএসডির গুদাম ভিত্তিক খামাল ভিত্তিক মজুদ ও ট্রানজেকশন মনিটর করতে পারেন। ২. ওয়ারেন্টি ভঙ্গ করে খাদ্যশস্য বিতরণ করার ঘটনা হ্রাস পায়। ৩. খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম হ্রাস পায়।

ইন্টারনাল/অন্তঃস্থ সদস্য:

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
সুবীর নাথ চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ নুর আলী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	কাউসার সজীব উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ আবু কাউছার সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি।	মোঃ আফসার উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চান্দুরা এলএসডি, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

রিসোর্স ম্যাপ:

খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয় সম্পদ	বিবরণ (নাম ও পরিমান)	প্রয়োজনীয় অর্থ	কোথা হতে পাওয়া যাবে/ অর্থের উৎস
জনবল	১০ জন	বিদ্যমান জনবল	খাদ্য অধিদপ্তর
কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফট্ওয়্যার ও কম্পিউটার)	কম্পিউটার ও ইন্টারনেট কানেকশন সফট্ওয়্যার - ০১টি	বিদ্যমান আলোচনা সাপেক্ষ	খাদ্য অধিদপ্তর
অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, মূল্যায়ন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	১. প্রশিক্ষণ ২. সভা ৩. প্রচারণা ৪.মূল্যায়ন	১০,০০০+৫,০০০+ ১৫,০০০+১০,০০০ = ৪০,০০০/-	খাদ্য অধিদপ্তর
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		**৪০,০০০/-**	**খাদ্য অধিদপ্তর**

সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা:

- **ধরণ:** গুদামের খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ) ।
- **সংখ্যা:** প্রযোজ্য নয়।

ক. ঝুঁকি:

ঝুঁকি	ঝুঁকির উৎস	ঝুঁকির ধরণ (gravity)			ঝুঁকির সম্ভাবনা (probability)			ঝুঁকিটি নিরসন করা সম্ভব কিনা		কিভাবে নিরসন করা হবে
		উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	হ্যাঁ	না	

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফট্ওয়্যার তৈরি করা	সফট্ওয়্যার তৈরির প্রতিষ্ঠান		মধ্যম			মধ্যম		হ্যাঁ		টিম লিডার+সদস্য+ মেন্টর এঁর সহযোগিতায়

খ. আপনার উদ্ভাবনী আইডিয়াটি এসডিজি (SDG) কোন কোন লক্ষ্য ও সূচকের সাথে সম্পৃক্ত?

এসডিজি গোল-২: জিরো হাঙ্গার (ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার)।

লক্ষ্যমাত্রা-২.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠি, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।

সূচক-২.১.২: খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির ভিত্তিতে জনগণের মাঝে মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা।

উদ্ভাবকের তথ্য

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	আইডিয়া পাইলটিং এলাকা
সুবীর নাথ চৌধুরী	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭২৩-৭৭৯১৪৮	subir31st@gmail.com	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি ও চান্দুরা এলএসডি, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
আব্দুল্লাহ আল মামুন	পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৭১৩-২০২১০০	mamun64@yahoo.com
মঞ্জুর আলম	সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫	manzooralam74@gmail.com

২। চিহ্নিত সেবার নাম: চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়।

সেবা গ্রহণকারী কারা?

খাদ্য বিভাগের মিলিং লাইসেন্স গ্রহণকারী চালকল মালিকগণ যারা সরকারের সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সরকারি গুদামে চাল সরবরাহ করে।

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়?

খাদ্য বিভাগের সংগ্রহ কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চালকলের লাইসেন্সের জন্য চালকল মালিকগণ আবেদন করেন। তাদের আবেদনের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ চালকল পরিদর্শণ করেন। চালকলের অবস্থান, চালকলের সাধারন তথ্য, বিদ্যুৎ সংযোগ, বয়লারের তথ্য, চিমনীর তথ্য, চাতালের তথ্য, স্টীপিং হাউসের তথ্য, মিলের গুদামের তথ্য, রাবার শেলার ও রাবার পলিশার আছে কিনা? প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে মিলের প্রকৃত পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য সংগ্রহ নীতিমালা'২০১৭ এর আলোকে নির্ণয় করার ব্যবস্থা আছে। সেই মতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কমিটি চালকল পরিদর্শণ করে একটি প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করেন এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চালকলের লাইসেন্স ইস্যু করেন।

চালকল সমূহ প্রধানত দুই ধরণের হাস্কিং ও অটোমেটিক। হাস্কিং চালকল আবার রাবার শেলার যুক্ত ও রাবার শেলার বিহীন। সংগ্রহ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ০১/০১/২০০৩ খ্রি: তারিখের সপ/সংগ্রহ আমন-১/২০০২-২০০৩/০২ (৫৭৫) নং স্মারকের মাধ্যমে দেশের হাস্কিং মিলসমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সার্বজনীন একটি পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। যেখানে একটি হাস্কিং মিলের চারটি মূল অংশ যথা গুদাম, চাতাল, স্টীপিং হাউস, বৈদ্যুতিক মটর ও সংযুক্ত হলারের সক্ষমতা আলাদাভাবে নির্ণয়ের সূত্রসহ ফরম সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে যেটার সক্ষমতা কম তাকেই উক্ত মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ফলে হাস্কিং মিল সমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি চালু হয়।

কিন্তু অটেমেটিক চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর সংগ্রহ বিভাগের ২৬/১০/২০১০ খ্রি: তারিখের সপ/সংগ্রহ-৭/২০০৯/১৯৬৩(৬) নং স্মারকের মাধ্যমে অটোমেটিক চাল কল সমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারনের জন্য হাস্কিং মিল সমূহের মতো করে অটোমেটিক মিল সমূহের সুনির্দিষ্ট কোন ছক বা সূত্র নেই। ফলে চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা বা ভুল হওয়ার অবকাশ থাকে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ম্যানুয়ালী চালকলের পাক্ষিক ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় বলে কারণিক ভুলের সুযোগ থেকে যায়। সে জন্য স্বয়ংক্রিয় চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য অনলাইন সফটওয়্যার প্রয়োজন।

চিহ্নিত সেবা প্রদান করা/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ:

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহিতাদের ভোগান্তি/ সমস্যার কারণে সৃষ্ট ফলাফল
ম্যানুয়ালী চালকলের পাক্ষিক ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় বলে কারণিক ভুলের সুযোগ থেকে যায়।	ডিজিটাল পদ্ধতি না থাকা।	প্রকৃত চালকল মালিকগণ চালকলের সঠিক ছাঁটাই ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হন।
কোন কোন চালকলকে বাড়তি সুবিধা দেয়ার সুযোগ থাকে।	অনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য	কিছু কিছু চালকল সরকারে সংগ্রহ কার্যক্রমে চাল সরবরাহের সঠিক বরাদ্দ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়।
অচল বা নাম সর্বস্ব চালকল বাতিল করা বা সঠিক পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে সমস্যা থাকে।	জেলা/উপজেলা কর্মকর্তাগণ অচল চালকল বাতিল করা বা সঠিক পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে সিদ্ধান্ত নিতে বাধাঁর সম্মূখীণ হন।	সঠিক ও বিনির্দেশকৃত চাল পেতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবং সরকারের সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মিলিং লাইসেন্স নবায়নে চালকল পরিদর্শনে সঠিক তথ্যের ঘাটতি।	ম্যানুয়ালী পরিদর্শণে চালকলের হালনাগাদ সকল তথ্য দেখা সম্ভব হয় না বা চালকলসমূহ সরবরাহ করেনা।	ফলে অচল বা নাম সর্বস্ব চালকলের তালিকাভুক্ত থাকার যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: (Where, who, how much, what and why?)

খাদ্য বিভাগ আমন ও বোরো দুইটি মৌসুমে সরকার চাল সংগ্রহ করেন। লাইসেন্স গ্রহণকারী চালকল মালিকগণ সরকারের নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য গুদামে চাল সরবরাহ করার জন্য খাদ্য বিভাগের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ-অনুযোগ পাওয়া যায় আবার ম্যানুয়ালী চালকলের পাক্ষিক ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় বলে কারণিক ভুলের সুযোগ থেকে যায়। আবার ম্যানুয়ালী করার কারণে কোন কোন চালকলকে বাড়তি সুবিধা দেয়ার সুযোগ থাকে। অচল বা নাম সর্বস্ব চালকল বাতিল করা বা সঠিক পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে সমস্যা থাকে। মিলিং লাইসেন্স নবায়নে সঠিক তথ্যের ঘাটতি থাকে। ফলে প্রকৃত চালকল মালিকগণ চালকলের সঠিক ছাঁটাই ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হন। কিছু কিছু চালকল সরকারে সংগ্রহ কার্যক্রমে চাল সরবরাহের সঠিক বরাদ্দ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। সঠিক ও বিনির্দেশকৃত চাল পেতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবং সরকারের সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে অচল বা নাম সর্বস্ব চালকলের তালিকাভুক্ত থাকার যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সমস্যার ভুক্তভোগী কারা?

সুবিধাভোগীর ধরণ	পাইলটিং এলাকা	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		বছর (২০২০)	বছর (২০২১)	বছর (২০২২)	বছর (২০২৩)
লাইসেন্সধারী চালকল বা নতুন চালকল সমূহ, উপজেলা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য বিভাগ স্বয়ং	আমন/২০২০-২১ মৌসুমে নিম্নবর্ণিত ১৮টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক পরিচালনা করা হয়। বোরো/২০২১ মৌসুমে মোট ৩৪টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক পরিচালনা করা হচ্ছে। তালিকা নিম্নে সংযুক্ত।	-	-	-	-

আমন/২০২০-২১ মৌসুমে নিম্নবর্ণিত ১৮টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়:

বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম	বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম
ঢাকা	ঢাকা	১।	সাভার	রাজশাহী	নওগাঁ	১০।	নওগাঁ সদর
	গাজীপুর	২।	গাজীপুর সদর		বগুড়া	১১।	বগুড়া সদর
	ফরিদপুর	৩।	ফরিদপুর সদর	রংপুর	রংপুর	১২।	রংপুর সদর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৪।	ময়মনসিংহ সদর		দিনাজপুর	১৩।	দিনাজপুর সদর
	জামালপুর	৫।	জামালপুর সদর	খুলনা	ঝিনাইদহ	১৪।	ঝিনাইদহ সদর
	শেরপুর	৬।	শেরপুর সদর		যশোর	১৫।	যশোর সদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	সিলেট	হবিগঞ্জ	১৬।	হবিগঞ্জ সদর
	কুমিল্লা	৮।	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ		মৌলভীবাজার	১৭।	মৌলভীবাজার সদর
বরিশাল	বরিশাল	৯।	বরিশাল সদর	বরিশাল	ভোলা	১৮।	ভোলা সদর

বোরো'২০২১ মৌসুমে পুর্বের ১৮টিসহ নিম্নবর্ণিত ১৬টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়:

বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম	বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম
ঢাকা	টাংগাইল	১।	টাংগাইল সদর	রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
	কিশোরগঞ্জ	২।	কিশোরগঞ্জ সদর		বগুড়া	১০।	শাজাহানপুর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৩।	গৌরীপুর	রংপুর	গাইবান্ধা	১১।	গাইবান্ধা সদর
	নেত্রকোনা	৪।	নেত্রকোনা সদর		ঠাকুরগাঁও	১২।	ঠাকুরগাঁও সদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫।	কসবা	খুলনা	সাতক্ষীরা	১৩।	সাতক্ষীরা সদর
	কুমিল্লা	৬।	বুড়িচং		কুষ্টিয়া	১৪।	কুষ্টিয়া সদর
বরিশাল	ঝালকাঠী	৭।	নলছিটি	সিলেট	সিলেট	১৫।	সিলেট সদর
	পটুয়াখালী	৮।	পটুয়াখালী সদর		সুনামগঞ্জ	১৬।	সুনামগঞ্জ সদর

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আদেশ:

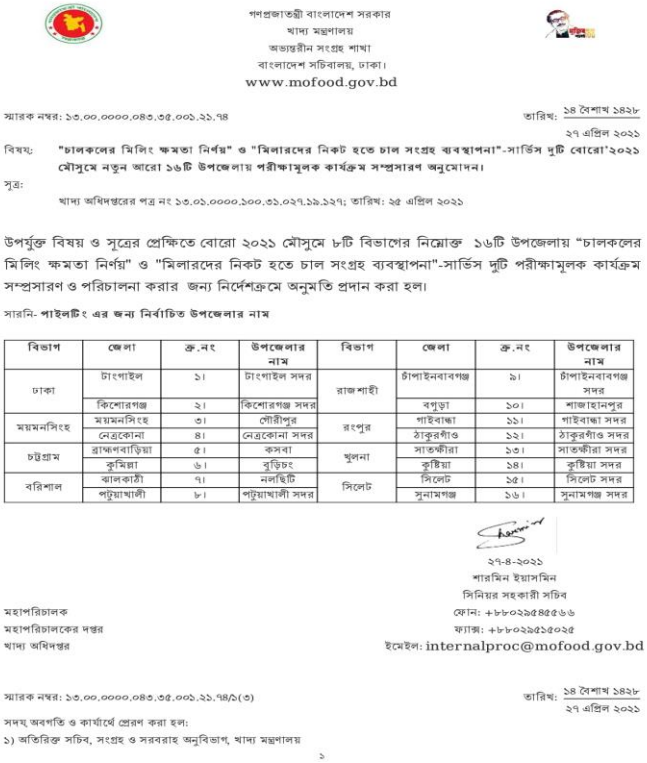

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০১.২১.৭৪

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪২৮ / ২৭ এপ্রিল ২০২১

বিষয়: **"চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়" ও "মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা"-সার্ভিস দুটি বোরো'২০২১ মৌসুমে নতুন আরো ১৬টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ অনুমোদন।**

সূত্র:
খাদ্য অধিদপ্তরের পত্র নং ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.১২৭; তারিখ: ২৫ এপ্রিল ২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বোরো ২০২১ মৌসুমে ৮টি বিভাগের নিম্নোক্ত ১৬টি উপজেলায় "চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়" ও "মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা"-সার্ভিস দুটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিচালনা করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হল।

সারনি- **পাইলটিং এর জন্য নির্বাচিত উপজেলার নাম**

বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম	বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম
ঢাকা	টাংগাইল	১।	টাংগাইল সদর	রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
	কিশোরগঞ্জ	২।	কিশোরগঞ্জ সদর		বগুড়া	১০।	শাজাহানপুর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৩।	গৌরীপুর	রংপুর	গাইবান্ধা	১১।	গাইবান্ধা সদর
	নেত্রকোনা	৪।	নেত্রকোনা সদর		ঠাকুরগাঁও	১২।	ঠাকুরগাঁও সদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫।	কসবা	খুলনা	সাতক্ষীরা	১৩।	সাতক্ষীরা সদর
	কুমিল্লা	৬।	বুড়িচং		কুষ্টিয়া	১৪।	কুষ্টিয়া সদর
বরিশাল	ঝালকাঠী	৭।	নলছিটি	সিলেট	সিলেট	১৫।	সিলেট সদর
	পটুয়াখালী	৮।	পটুয়াখালী সদর		সুনামগঞ্জ	১৬।	সুনামগঞ্জ সদর

২৭-৪-২০২১
শারমিন ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮০২৯৫৪৫৫৬৬
ফ্যাক্স: +৮৮০২৯৫১৫০২৫
ইমেইল: internalproc@mofood.gov.bd

মহাপরিচালক
মহাপরিচালকের দপ্তর
খাদ্য অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০১.২১.৭৪/১(৩)

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪২৮ / ২৭ এপ্রিল ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০২.২০.১৭৯

তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪২৭ / ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: **"মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" সার্ভিস টি আমন/২০২০ মৌসুমে ১৮টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালনার অনুমোদন।**

সূত্র: ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.২১৪ ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমন/২০২০ মৌসুমে নিম্নে উল্লিখিত ১৮টি উপজেলায় "মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" সার্ভিসটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার করার অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো:

বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম	বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম
ঢাকা	ঢাকা	১।	সাভার	রাজশাহী	নওগাঁ	১০।	নওগাঁ সদর
	গাজীপুর	২।	গাজীপুর সদর		বগুড়া	১১।	বগুড়া সদর
	ফরিদপুর	৩।	ফরিদপুর সদর	রংপুর	রংপুর	১২।	রংপুর সদর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৪।	ময়মনসিংহ সদর		দিনাজপুর	১৩।	দিনাজপুর সদর
	জামালপুর	৫।	জামালপুর সদর	খুলনা	ঝিনাইদহ	১৪।	ঝিনাইদহ সদর
	শেরপুর	৬।	শেরপুর সদর		যশোর	১৫।	যশোর সদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	সিলেট	হবিগঞ্জ	১৬।	হবিগঞ্জ সদর
	কুমিল্লা	৮।	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ		মৌলভীবাজার	১৭।	মৌলভীবাজার সদর
বরিশাল	বরিশাল	৯।	বরিশাল সদর	বরিশাল	ভোলা	১৮।	ভোলা সদর

০২। "মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" সার্ভিসটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

১০-৯-২০২০
শারমিন ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮০২৯৫১৪২৬৭
ফ্যাক্স: +৮৮০২৯৫১৫০২৫
ইমেইল: info@mofood.gov.bd

মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০২.২০.১৭৯/১(২)

তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪২৭ / ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
মঞ্জুর আলম	সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫	manzooralam74@gmail.com

মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল

আব্দুল্লাহ আল মামুন	পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৭১৩-২০২১০০	mamun64@yahoo.com

৩। চিহ্নিত সেবার নাম: জামানত পদ্ধতির আধুনিকায়ন

সেবা গ্রহণকারী কারা?: বাংলাদেশ সরকার/মিলার/ডিলার/ ঠিকাদার

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয় (বিদ্যমান পদ্ধতি):

১. বিদ্যমান পদ্ধতিতে মিলারগণ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জামানত প্রদান করেন। যা, সংগ্রহ কার্যক্রম শেষে ফেরত প্রদান করা হয়।

২.ধান ছাঁটাইয়ের বিপরীতে জামানত ১১০% ; চালের ক্ষেত্রে ২%; ৩০ কেজি বস্তা প্রতিটির ক্ষেত্রে ৬০ টাকা এবং ৫০ কেজি বস্তা প্রতিটি বাবদ ৮০ টাকা হারে জামানত নেয়া হয়।

৩. ডিলার ও ঠিকাদার এর নিকট হতে নিয়োগ আদেশ/কার্যাদেশ দেয়ার পূর্বে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত নেয়া হয় এবং কাজ শেষে ফেরত প্রদান করা হয়। ডিলার এর জামানত অনির্দিস্ট কাল ধরে নথিজাত হয়ে পড়ে থাকে।

৪. জামানতের অর্থের সময় মূল্য (Time Value) বিভিন্ন ব্যাংক ভোগ করে এবং দায়-দায়িত্ব খাদ্য বিভাগ বহন করে।

খ.চিহ্নিত সেবাটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, সমস্যার মূল কারণ ও ভোগান্তিঃ

চিহ্নিত সেবার মূল কারণ	সমস্যার পিছনে মূল কারণ সমূহ	সেবাগ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১) ব্যবস্থাপনার সকল ধাপ ম্যানুয়ালি সম্পাদিত হওয়ায় দীর্ঘ সময় এবং কর্মঘন্টার অপচয়। ২) মিলার মারা গেলে জামানত অবমুক্ত করতে কেউ আবেদন না করলে দীর্ঘদিন নথিজাত হয়ে জামানত পড়ে থাকে। এতে পোকাক্রমণ ও হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। ৩) লোকবলের অভাবে জামানত যাচাই সঠিকভাবে না হলে জালিয়াতি হওয়ার আশংকা থাকে। ৪) একজনের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার অন্য ব্যক্তির উত্তোলন করার নজির রয়েছে।	১। নথিতে ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার সংরক্ষন। ২। প্রচলিত ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারের ব্যবহার। ৩। ম্যানুয়াল ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার যাচাই পদ্ধতি ৪। ভূয়া স্বাক্ষরের মাধ্যমে জামানত তছরুপের সুযোগ। ৫। ভূয়া জামানত প্রদানের সুযোগ। ৬। চালকলে ৩য় পক্ষ কর্তৃক জামানত জমা ও উত্তোলনের সুযোগ।	১) মিলারকে জামানত বাবদ ০৪ (চার) বার ভিজিট করতে হয়: ০২(দুই) বার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর এবং ০২(দুই) বার ব্যাংকে। ২) ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারে অতিরিক্ত ফি প্রয়োজন হচ্ছে। ৩) জামানত নথিতে সংরক্ষণের ফলে নথি হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। মিলারগণ ও হয়রানির স্বীকার হয়। ৪) ড্রাফট/ পে-অর্ডার করার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যাংকে অপেক্ষা করতে হয়। ৫) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জামানত রক্ষিত হলেও মূল অর্থ সংশ্লিস্ট ব্যাংকে থাকে। ফলে, উক্ত বিপুল পরিমান অর্থের (প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা) লভ্যাংশ বিভিন্ন ব্যাংক ভোগ করে।

সমস্যা, সমস্যার কারণ ও এর প্রভাব/ভোগান্তি সম্পর্কে বিবৃত্তিঃ

"অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা ,২০১৭" এর অনুচ্ছেদ ১০(খ) অনুযায়ী চাল সংগ্রহ মূল্যের ২% জামানত এবং ন্যূনতম ১ কিস্তি পরিমাণ চাল বস্তাবন্দির জন্য (প্রতি বস্তায় ৩০/৫০ কেজি হারে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তায় সরকারি মূল্যের ১০০% জামানত বাবদ"আলাদা দুটি পে-অর্ডার /ব্যাংক ড্রাফটের কথা উল্লেখ রয়েছে ।অনুচ্ছেদ ২১ (ক) অনুযায়ী ধানের সংগ্রহ মূল্যের ১১০% তফসিলি ব্যাংকের ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে জামানত গ্রহণ করার কথা বলা আছে । খাদ্য অধিদপ্তর গত দুই মৌসুমে সিদ্ধ চাল ক্রয় করেছে ১৩.৫ লাখ মেঃটন, আতপ ২ লাখ মেঃটন এবং ধান ১০ লাখ মেঃটন। যার, চালের মুল্যের ২% হারে জামানত বাবদ ১১১.২ কোটি, বস্তার জামানত বাবদ ৩০২ কোটি এবং ধান ছাটাঁই জামানত বাবদ ২৮৬০ কোটি টাকা। মোট ৩৪০৪.২ কোটি। নীতিমালায় কিস্তিতে চাল সরবরাহের সুযোগ থাকায় বস্তার জামানত ৫০% হারে এবং ধান ছাটাঁই এর ক্ষেত্রে ৩০% হারে হিসাব করলে **মোট অংক হবে ১১১২.২ কোটি টাকা। যা, বিভিন্ন ব্যাংক বছরে গড়ে ছয় মাস ভোগ করে থাকে এবং খাদ্য বিভাগ এর দায়ভার বহন করে।** এছাড়াও খাদ্যবান্ধব এবং ওএমএস ডিলার, পরিবহন ঠিকাদার , শ্রম ও হস্তার্পন ঠিকাদার, পুস্টি চালের মিশ্রণ মিলার, নির্মান ঠিকাদার এর আরও প্রায় ৯০০ কোটি টাকা বছরের পর বছর ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে থাকে। সারা দেশে প্রায় ২০০০ কোটি টাকার জামানত খাদ্য বিভাগ ফেলে রাখে। গত দুই মৌসুমে শুধুমাত্র জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শেরপুর কার্যালয়ে ২২ কোটি ৩১ লাখ টাকা জামানত জমা ছিলো।

সমস্যারভুক্তভোগী/সুবিধাভোগীকারা?

সুবিধাভোগীরধরণ	পাইলটিংএলাকা	সুবিধাভোগীরসংখ্যা
		বছর (২০২০)
খাদ্য বিভাগ ও মিলারগণ	শেরপুর জেলা	৫০০

সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত আইডিয়াটির শিরোনাম: ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনা।

সমাধান প্রক্রিয়াঃ

ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নামে একটি ব্যাংকে এসটিডি (Short Term Deposit) একাউন্ট খোলা।
খ) মিলারগণ উক্ত একাউন্টে জামানতের অর্থ জমা দিয়ে, জমা রশিদ জেখানি দপ্তরে জমা দিবে।
গ) ব্যাংকে অর্থ জমা হলে জেখানির অফিসিয়াল নাম্বারে এসএমএস আসবে এবং ব্যাংক দিন শেষে উক্ত একাউন্টের বিবরনী জেখানিকে ই-মেইল করবে। অথবা অনলাইনে লগইন করে ব্যাংকে অর্থ জমা হয়েছে কিনা তা জানা যাবে।
ঘ) জেখানি দপ্তর এবং ব্যাংক, উভয় মিলারভিত্তিক জমা ও খারিজ রেজিস্টার পরিপালন করবে।
ঙ) জামানত অবমুক্তির জন্য মিলার জেখানি বরাবর আবেদন করলে, জেখানি হতে যাচাইআন্তে জামানত অবমুক্তির পত্র ব্যাংকে ইস্যূ করা হবে।
চ) ব্যাংক পত্র প্রাপ্তির পর ১ কার্যদিবসের মধ্যে মিলারের ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পরিশোধ করবে।
ছ) বছর শেষে উক্ত একাউন্টে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সরকারী খাতে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ হিসাবে জমা করা হবে।

স্টেক হোল্ডারদের সহিত আলোচনাঃ
এ বিষয়ে শেরপুর জেলার মিল মালিক সমিতির সাধারন সম্পাদক সহ বেশ কয়েকজন মিলারের সহিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তারা সকলেই এই পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ পদ্ধতির বিস্তারিত নিয়ে অগ্রনী ব্যাংকের দুজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করা হয়েছে। তারাও এ বিষয়ে আগ্রহ ব্যাক্ত করেছেন এবং তাদের ব্যাংক প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করে সেবা প্রদান করতে পারবেন বলে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

অর্থের নিরাপত্তা ও বিস্তারিত পদ্ধতিঃ
১) জেখানির একাউন্টের বিপরীতে চেক বই এবং ডেবিট কার্ড ইস্যূ হবে না।
২) জেখানি একটি আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবে, যা দিয়ে দৈনিক লেনদেন এর হিসাব শুধুমাত্র দেখা যাবে।
৩) সংশ্লিস্ট মিলার অর্থ জমা করার জন্য ৩ কপি ফরম ব্যবহার করবে। যার প্রথম কপি ব্যাংক, ২য় কপি জেখানি এবং ৩য় কপি মিলারের। ফরমের নাম হবে "জামানত জমা ফরম"। এই ফরমের ফরমেট সংশ্লিস্ট ব্যাংকের সকল শাখা, জেখানি, উখানি কার্যালয় এবং অনলাইনে আপলোড করা থাকবে।
৪) ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো জমা ফরমে মিলারের নাম, প্রতিস্ঠানের নাম, ধরন, বিভাজনের ক্রমিক নং, মৌসুম, পণ্যের ধরন, মোবাইল নং টাকার পরিমান এবং যে একাউন্টে অর্থ ফেরত পেতে ইচ্ছুক তার বিস্তারিত ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।
৫) ব্যাংক টাকা জমা নেয়ার সময় উক্ত ফরমের সকল তথ্য অনলাইনে সংরক্ষন করবে।
৬) মিলারের জামানত অবমুক্তির আবেদন জেখানি প্রাপ্ত হবার পর তা দপ্তরে রক্ষিত রেজিস্টারের সহিত মিলিয়ে মিলারের প্রাপ্তিস্বীকার স্বাক্ষর গ্রহণ করার পত্র ব্যাংক বরাবর বিস্তারিত তথ্য সহকারে তার নির্ধারিত একাউন্টে অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করবে।
৭) ব্যাংক পত্রে প্রদত্ত তথ্যের সহিত তার অনলাইনে রক্ষিত ডাটাবেজে উক্ত মিলারের অর্থ জমার তথ্য মিলিয়ে দেখবে।
৮) জেখানির প্রদত্ত তথ্য এবং ব্যাংকে রক্ষিত তথ্য মিলে গেলে ব্যাংক আরটিজিএস (রিয়েল টাইম গ্রোস সেটেলমেন্ট)/ইএফটি/ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতিতে এক কার্যদিবসের মধ্যে অর্থ প্রেরণ নিস্চিত করবে।
৯) ব্যাংক মিলিকরণ না করে অর্থ প্রেরণ করলে, তার ফলে অন্যত্র অর্থ প্রেরিত হলে বা তছরুপ হলে দায় দায়িত্ব ব্যাংক বহন করবে।
১০) অর্থ প্রেরণ হলে জেখানি তৎক্ষণাৎ একটি এসএমএস পাবেন এবং মিলারের ব্যাংকে এসএমএস নোটিফিকেশন সিস্টেম থাকলে তিনিও অবগত হবেন।

ব্যাংক নির্বাচনের জন্য যে সকল শর্তাবলী প্রয়োজনীয়ঃ

১) রাষ্ট্রায়ত্ত/ তফসীলি ব্যাংক হতে হবে।

২) সকল শাখা অনলাইন হতে হবে।

৩) RTGS, EFT, অনলাইন একাউন্ট ইত্যাদি আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা থাকতে হবে।

৪) এসএমএস নোটিফিকেশন সুবিধা থাকতে হবে।

গ. **উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী** (যা বিদ্যমান আইন/সার্কুলার/নীতিমালায় বলা হয়নি?)

১) ট্রেজারী রুলস এর ৫ম অধ্যায়ের এর ৮ নং প্যারায় বলা হয়েছে "সরকারি কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক ক্ষমতাবলে গৃহিত অর্থ যা রাজস্ব আয় নয়, অনুরুপ অর্থ সরকারি হিসাবে জমা করার প্রয়োজন নেই।" যেহেতু, জামানত চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের পরে ফেরত প্রদান করতে হয় , তাই এই অর্থ সরকারি হিসাবে জমা রাখার সুযোগ নেই।

২। জেনারেল ফিনানসিয়াল রুলস এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর ৬ নং প্যারায় বলা হয়েছে -" সরকারি কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক ক্ষমতাবলে গৃহিত অর্থ যার মালিক সরকার নয়, সেক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকে বা পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে হিসাব খুলে উক্ত অর্থ জমা রাখবেন। অন্য কোন ব্যাংকে হিসাব খুলতে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে।" এক্ষেত্রে স্থানীয় অগ্রনী ব্যাংকে হিসাব খুলে পাইলটিং এর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। যেহেতু, জামানত এর মালিক সরকার নয়, তাই এ বাবদ প্রাপ্ত সকল অর্থ ব্যাংক হিসাবেই রাখতে হবে। সুনির্দিস্ট বিধিমালা না থাকায় এ ধারার প্রয়োগ হচ্ছে না।

৩। জেনারেল ফিনানসিয়াল রুলস এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর ৬ নং প্যারায় আরও বলা হয়েছে- " অনুরূপ অর্থ (জামানত) গ্রহণকারী সরকারি কর্মকর্তা অর্থ সংশ্লিস্ট তহবিল (ব্যাংক হিসাব) পরিচালনার বিধি, প্রবিধি ও আদেশাবলী মেনে অর্থ ব্যায়ের (ফেরত প্রদান) জন্য অবশ্যই নিরীক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।" **খাদ্য বিভাগের এধরনের তহবিল পরিচালনার জন্য কোন বিধি. প্রবিধি বা আদেশ নেই। তাই, একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।**

০৪। ট্রেজারী রুলস এর ৫ম অধ্যায়ের ৭ নং প্যারা ও জেনারেল ফিনানসিয়াল রুলস এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর ৫ নং প্যারায় বলা হয়েছে "সরকারি রাজস্ব প্রাপ্তি অনাবশ্যক বিলম্ব না করে সরকারি হিসাবভুক্ত করতে হবে"। তাই উক্ত হিসাব হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে সরকারি হিসাবে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে খাদ্য বিভাগের পক্ষে সংশ্লিস্ট ব্যাংক জমা প্রদান করেছে।

ঘ. **উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী লাগবে?**

ক) প্রস্তাবনার আলোকে জামানত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ণ। খসড়া জামানত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ণ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার অনুমোদন প্রয়োজন।

ঙ. **উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাক গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে?**

ক) সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালার পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১-২ দিন	১০০-১০০০	৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১দিন	০ টাকা	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১দিন সাশ্রয়	১০০-১০০০ টাকা সাশ্রয়	২ বার যাতায়াত কমবে
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগতমান বৃদ্ধিকিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	দপ্তরের কর্মঘন্টা সাশ্রয়, অর্থের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, সরকারের প্রায় ১০০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি। সেবাগ্রহিতার ঘরে বসে জামানত প্রাপ্তি ও নিজ নিজ উপজেলার ব্যাংকে জামানতের অর্থ জমা প্রদানের সুবিধা প্রাপ্তি, ইত্যাদি।		

	শেরপুর হতে মাত্র ৪ মাসে ৮৩ হাজার টাকা সরকারি খাতে লভ্যাংশ জমা করা হয়েছে।

রিসোর্সম্যাপ:

খাত ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সম্পদ	বিবরণ (নাম ও পরিমান)	প্রয়োজনীয় অর্থ (টাকা)	কোথা হতে পাওয়া যাবে/ অর্থের উৎস?
জনবল	দপ্তরের বর্তমান জনবল	প্রয়োজন নেই	প্রযোজ্য নয়
কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফট্ওয়্যার/কম্পিউটার)	দপ্তরের বর্তমান কম্পিউটার	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
বস্তুগত (স্টেশনারী/বাল্কএস.এম.এসইত্যাদি)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, মূল্যায়ন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও সভা,প্রিন্টিং	৫০০০/-	স্থানীয় ব্যয়
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ : শূন্য			

কর্মপরিকল্পনাঃ জুন ২০২০ প্রাথমিক প্রস্তুতি, জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২০, হিসাব খোলা ও জামানত জমা করা, ডিসেম্বর ২০২০ লভ্যাংশ প্রাপ্তি, জানুয়ারি ২০২১ প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদান, ফেব্রুয়ারি -মে ২০২১ ২য় পর্যায় পাইলটিং, জুন ২০২১ রেপ্লিকেশন।

বাস্তবায়নকারী টিম (উদ্যোগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য বাস্তবায়ন এলাকার প্রতিটি অফিসে যে টিম গঠন করা প্রয়োজন) :

টিমলিডার	কো-টিমলিডার	সদস্য-১	সদস্য-২
নাম: মোঃ ফরহাদ খন্দকার পদবী: জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) কর্মস্থল: শেরপুর। মোবাইল: ০১৭১৭৫৮৫১৭৫ ইমেইল: farhadh.35@gmail.com	নাম: মোঃ মাহবুবুর রহমান পদবী: খাদ্য পরিদর্শক কর্মস্থল: জেখানি, শেরপুর মোবাইল: ০১৯১৪২০৭৯৯১	নাম: হাফিজুর রহমান পদবী: উচ্চমান সহকারী কর্মস্থল: জেখানি, শেরপুর মোবাইল: ০১৯২০৬৭৫৬৮০	নাম: রকিবুল হাসান পদবী: অডিটর কর্মস্থল: জেখানি, শেরপুর মোবাইল: ০১৭৯৫৮৩৮৩১৩

সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা:

- **ধরণ:** মিলার ও খাদ্য অধিদপ্তর।
- **সংখ্যা:** আনুমানিক ৫০০ জন।

ঝুঁকি:

ঝুঁকি	ঝুঁকির উৎস	ঝুঁকির ধরণ (gravity)			ঝুঁকির সম্ভাবনা (probability)			ঝুঁকিটি নিরসন করা সম্ভব কিনা		কিভাবে নিরসন করা হবে
		উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	হ্যাঁ	না	
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করা।	মিলারদের তথ্য প্রাপ্তি।			নিম্ন			নিম্ন	হ্যাঁ		টিম লিডার+সদস্য +ইনোভেশন

Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	আইডিয়া পাইলটিং এলাকা

নাম: মোঃ ফরহাদ খন্দকার	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শেরপুর।	০১৭১৭৫৮৫১৭৫	farhadh.35@gmail.com	শেরপুর জেলা।

মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৭১৩-২০২১০০	mamun64@yahoo.com
জনাব মঞ্জুর আলম	সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫	manzooralam74@gmail.com

৪। উদ্ভাবনের নামঃ ফেস রিকগনিশন অ্যাপের মাধ্যমে ওএমএস ব্যবস্থাপনা।

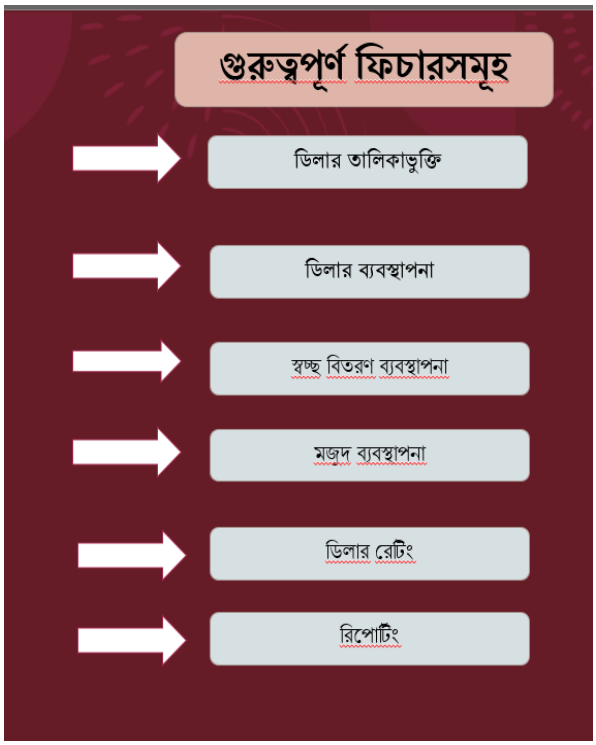

এই সফটওয়্যার এর সুবিধা সমূহ

১। একই ভোক্তার একই দিনে একাধিকবার ক্রয় রহিতকরণ।
২। মাথাপিছু সাপ্তাহিক বা মাসিক সর্বোচ্চ ক্রয়ের সীমা নির্ধারণ।
৩। শতভাগ স্বচ্ছ বিক্রয়ের ফলে কংক্রিট ডিজিটাল মাস্টাররোল।
৪।সকল মজুদ ও বিতরনের অটোমেটিক প্রতিবেদন প্রণয়ণ।
৫। ডিলারের ২বার ভিজিট কমে আসবে।
৬। ডিলার রেটিং পদ্ধতির ফলে তাদের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা হ্রাস।
৭। অতিরিক্ত ডিলারদের জন্য স্মার্ট রোটেশন পদ্ধতি।
৮। দেশের সকল বিক্রয় কেন্দ্রের জিপিএস লোকেশনসহ নিখুঁত অবস্থানের ম্যাপিং এর ফলে পাশাপাশি অবস্থিত ডিলারদের চিহ্নিতকরন ও সহজেই কেন্দ্র খুজেঁ পাওয়া।
৯। বিক্রয়ের সময় ও স্থানের নিয়ন্ত্রণ।
১০। দেশের সকল ডিলার, ভোক্তা, ময়দামিল ও তদারকি কর্মকর্তার ডিজিটাল ডাটাবেজ।
১১। ভোক্তাদের সুবিশাল ডাটাবেজ এনালাইসিস এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানের চাহিদার পরিমান ও দরিদ্রতার হার নিরুপন।
১২। লেখা বা টাইপিংএর কোন কাজ না থাকায় স্বল্প সময়ে বিক্রয়।
১৩। ফেস রিকগনিশনের মাধ্যমে মাস্টাররোল তৈরী হওয়ার ফলে স্পর্শ না থাকায় কোভিড-১৯ সংক্রমনের ঝুকিঁ নেই।
১৪।শুধুমাত্র এন্ড্রয়েড অ্যাপের মাধ্যমে কাজ করার ফলে সহজেই উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণযোগ্য।
১৫। ডিলারদের বিক্রয়ের বার সুনির্দিস্ট করন, ফলে ভোক্তাদের ভোগান্তি হ্রাস।
১৬। ওএমএস নীতিমালার সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম।

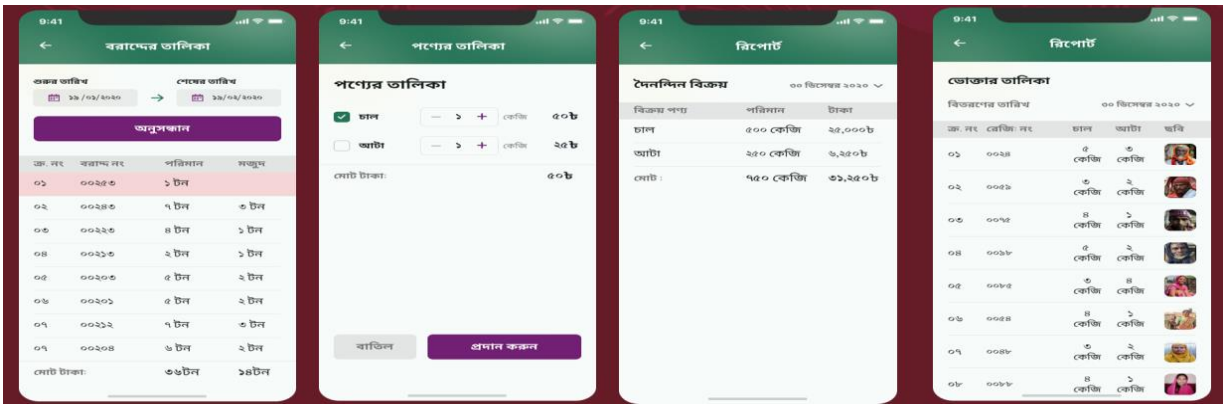

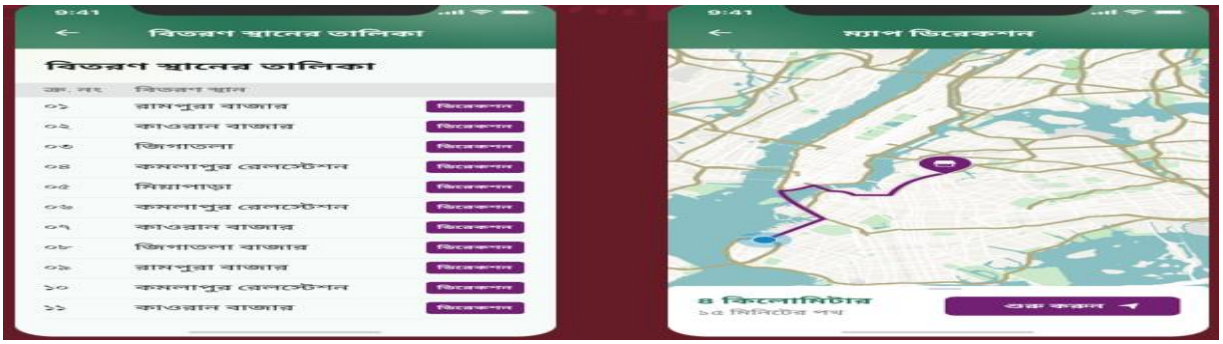

কর্মপরিকল্পনাঃ মে ২০২১ প্রাথমিক টেস্টিং, জুন ২০২১ ১০টি কেন্দ্রে পাইলটিং, জুলাই ২য় পর্যায় পাইলটিং, আগস্ট ২০২১ রেপ্লিকেশন।

আইডিয়া প্রদানকারী নামঃ

মোঃ ফরহাদ খন্দকার , জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), শেরপুর।
মেন্টরঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক প্রশাসন ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, খাদ্য অধিদপ্তর।
ও মেন্টর-২ জনাব, মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদটপ্তর।
বাস্তবায়নকারীঃ খাদ্য অধিদপ্তর। কারিগরি সহযোগিঃ এরিনা ফোন বিডি লিঃ

আইডিয়া রেপ্লিকেশন:

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান

উদ্যোগের শিরোনাম:

এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণকৃত সিল প্রদান।

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

বর্তমানে এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে কোন সিল প্রদান করা হয় না। পিএফডিএস খাতে যথা: টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। পাটের বস্তা পুন:ব্যবহারযোগ্য বিধায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের সরকারি সিলমোহরকৃত খালিবস্তা ধান-চালের ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত খালিবস্তা চাল/গম বস্তাবন্দিকরণে ব্যবহারের ফলে প্রায়শঃ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

ক. এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বস্তায় বিতরণকৃত সিল/বিতরণ চিহ্ন না থাকায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তা এবং গুদামের হিসাবভুক্ত খাদ্যশস্যের বস্তার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করা যায় না।

খ. গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের সময় অসাধু ব্যক্তির মাধ্যমে পুনরায় গুদামে ফেরত আসার সুযোগ থাকে।

গ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও এলএসডি কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রায়শঃ ভুল বোঝাবুঝি/বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ঘ. খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত খালি বস্তায় বেসরকারী পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদ রাখা সংক্রান্ত অযাজিত সমস্যা সমাধানে খাদ্য বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সরকারি মূল্যবান কর্মঘন্টা নষ্ট হয়।

সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

ডি.ও গ্রহীতা কর্তৃক খাদ্যশস্যের সরবরবাহ নেয়ার জন্য ট্রাক/উপযুক্ত যান গুদামের লোডিং ডকে প্লেস করা হয়। এলএসডির শ্রমিকগণ খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা ট্রাক/যানে বোঝাইকালে রাবার স্ট্যাম্প ও কাঠের দ্বারা তৈরি বড় সিলে অমোচনীয় লাল কালি/রং লাগিয়ে প্রত্যেক বস্তার গায়ে **'বিতরণকৃত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, বিতরণ খাতের নাম'** এর সিল প্রদান করা হয়। সিলের আকার ৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি। রেড হান্ড্রেড রংয়ের সাথে ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢালা হয় এবং উক্ত রংয়ের মধ্যে রাবার স্ট্যাম্প ছাপ দিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তায় 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করা হয়। থিনার ব্যবহারের কারণে রং দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

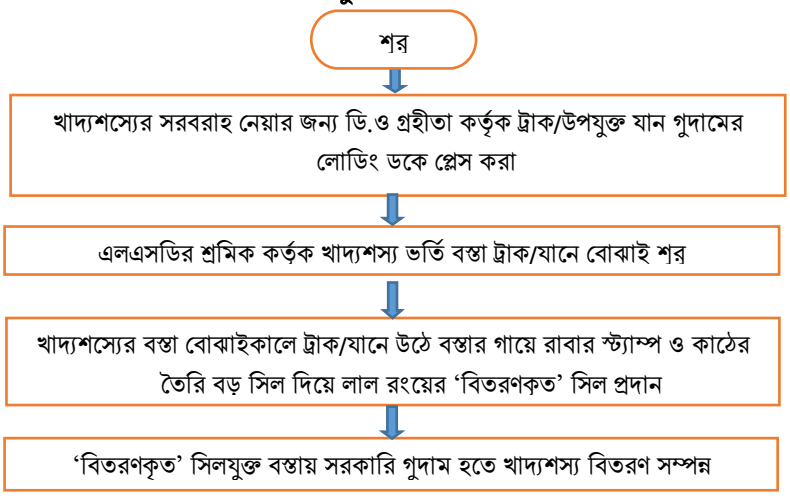

পাইলটিং এলাকা ও সময়:

শেষ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি।

সময়: ডিসেম্বর/২০১৯- জুন/২০২০ খ্রি:।

ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৮-১০ ঘন্টা	৫০০০-৬০০০ টাকা	২-৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০.২০-০.৫০ ঘন্টা	৫-১০ টাকা	০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৭.৫-৮ ঘন্টা	৪৯৯৫-৫৯৯০ টাকা	২-৩ বার
অন্যান্য সুবিধা (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১) খাদ্য গুদামের সরকারি হিসাবভুক্ত খাদ্যশস্য ও বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তাভর্তি খাদ্যশস্যের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। ২) গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্য পুনরায় গুদামে ফেরত আসার সুযোগ নেই। ৩) আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্য বিভাগ ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় না। ৪) সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Good Governance) বৃদ্ধি পায়।		

উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:

ক) 'বিতরণকৃত' সিল তৈরি:

হাতলওয়ালা কাঠের ফ্রেমের সাথে 'বিতরণকৃত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, বিতরণ খাতের নাম' লিখা সম্বলিত রাবার স্ট্যাম্প উন্নতমানের গাম দিয়ে লাগিয়ে 'বিতরণকৃত' সিল তৈরি করা হয়।

রাবার স্ট্যাম্পের পরিমাপ: ৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি। রাবারের থিকনেস- ০৭ মি.মি.। মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার: 'বিতরণকৃত'- ০২ সে.মি. এবং এলএসডির নাম, খাতের নাম- ১.৫ সে.মি।

রাবার স্ট্যাম্প লাগানোর জন্য হাতলওয়ালা কাঠের ফ্রেম: ৮.২৫ ইঞ্চি × ৪.২৫ ইঞ্চি। রাবার স্ট্যাম্প উন্নত মানের গাম দিয়ে কাঠের ফ্রেমের সাথে লাগানো হয়। সিল তৈরির খরচ স্থানভেদে ১৫০০-২০০০ টাকা।

খ) অমোচনীয় কালি/রংয়ের বিবরণ:

১/২ লিটার রেড হান্ড্রেড রংয়ের সাথে ২ লিটার ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল কালি/রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢালা হয় এবং উক্ত রংয়ের মধ্যে রাবার স্ট্যাম্প ছাপ দিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তায় 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করা হয়। থিনার ব্যবহারের কারণে রং দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়। তৈরিকৃত কালি/রংয়ের মিশ্রণ ১-২ দিন ব্যবহার করা যায়।

গ) কালি/রংয়ের খরচ:

ক্র.নং	আইটেমের নাম	খরচের পরিমাণ (প্রতি লিটার/টাকা)
১	রেড হান্ড্রেড তরল	৪০০/-
২	ফ্লেক্সো থিনার	১৭০/-
মোট		৫৭০/-

রেড হান্ড্রেড তরল ২৫ লিটার ক্যানে (১০,০০০/-) বিক্রি হয় এবং ফ্লেক্সো থিনার ১৬৫ লিটার ড্রামে (২৮,০০০/-) বিক্রি হয়।

ঘ) কিভাবে বস্তায় সিল প্রদান করা হয়:

খাদ্যশস্য ডেলিভারী নেয়ার জন্য আগত ট্রাক/যানে খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা বোঝাইকালে ট্রাক/যানে উঠে একজন নির্ধারিত শ্রমিক বস্তার গায়ে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করেন।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে ক্রয় করা হবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	খন্ডকালীন শ্রমিকের মাধ্যমে বস্তায় বিতরণকৃত সিল প্রদান (দৈনিক ৪০০ টাকা, পাইলট ব্যাসিসে মার্চ মাসে ১০ দিন+এপ্রিল মাসে ০৬ দিন+ মে মাসে ১০ দিন+ জুন মাসে ২০ দিন মোট ৪৬ দিন)	৪০০ টাকা × ৪৬ দিন = ১৮,৪০০/-	স্থানীয়ভাবে
বস্তুগত	১) ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন ধরনের ০৬টি সিল তৈরি ২) পাইলটিং কাজে ব্যবহারের জন্য খাতভিত্তিক ১০টি সিল তৈরি ৩) ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন ধরনের রং ক্রয় ৪) পাইলটিং কাজে ব্যবহারের জন্য ২৫ লিটার রেড হাড্রেড রং ক্রয় (৪০০ টাকা/লিটার) ৫) ৫০ লিটার ফ্লেক্সো থিনার ক্রয় (১৭০ টাকা/লিটার) ৬) ট্রে, ফোম ক্রয় (০২ সেট)	১০,০০০+২০,০০০+৪,০০০+১০,০০০+৮,৫০০+১,০০০ = ৫৩,৫০০/-	স্থানীয় বাজার; পুরানা পল্টন, ঢাকা; নরসিংদী
অন্যান্য	সিল ও রংয়ের অনুসন্ধান এবং সিল প্রদানের প্রক্রিয়া দেখার জন্য ইনোভেশন টিমের সদস্যদের নরসিংদী ও ঢাকা গমণ	৫,০০০/-	-
	পাইলটিং ভিডিও তৈরি	২৫,০০০/-	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		**১,০১,৯০০/-**	

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩
সুবীর নাথ চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ আবু কাউছার সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ মইনুল ইসলাম ভূঞা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ভূইয়া খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
সুবীর নাথ চৌধুরী	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭২৩-৭৭৯১৪৮	subir31st@gmail.com

মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল

জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	পরিচালক	চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৭১৩-২০২১০০	mamun64@yahoo.com

সিলের নমুনা (১৪টি খাত হবে)

বিতরণকৃত
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি
খাদ্যবান্ধব

বিতরণকৃত
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি
ওএমএস

প্রাপ্তি স্থান:

সিল: যে কোন জেলা শহরের রাবার স্ট্যাম্প তৈরির দোকানে বানানো যাবে। অথবা এস.এ সাইন, ২৭/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭২৬-৬৮২১৪৫। **কালি/রং:** মাহিন এন্টারপ্রাইজ, ৫৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা। মোবাইল নম্বর: ০১৯১১-৪১০২০৮।

উদ্যোগ বাস্তবায়নের চিত্র

চিত্র: কাঠের ফ্রেমের সাথে রাবার স্ট্যাম্প যুক্ত করে বানানো বিতরণকৃত স্টেনসিল

চিত্র: অমোচনীয় লাল কালির মিশ্রণ তৈরি ও স্টেনসিল প্রদানের সরঞ্জামাদি

চিত্র: ট্রাকে ওঠে বিতরণকৃত স্টেনসিল মার্ক প্রদান ও বিতরণকৃত স্টেনসিল মার্কযুক্ত চালের বস্তা বোঝাই গাড়ি

চিত্র-৫: বিতরণকৃত স্টেনসিল মার্কযুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচির চালের বস্তা

উদ্যোগ সারাদেশে রেপ্লিকেশনের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের জারিকৃত পরিপত্র:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

নম্বর: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৪

তারিখ: ৫ ভাদ্র ১৪২৭
২০ আগস্ট ২০২০

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত বস্তায় খাতভিত্তিক "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, রং ক্রয় এবং শ্রমিক মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে খাদ্য বিভাগের মাঠপর্যায়ে এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্য অধিদপ্তরের গত ১০.০২.২০২০খ্রি. তারিখের ৭০নং পরিপত্র অনুযায়ী পিএফডিএস খাতে টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিলিকৃত বস্তার গায়ে '**বিতরণকৃত**' স্টেনসিল মার্ক প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তর হতে গত ০৬/০৮/২০২০খ্রি. তারিখের ৫৯৭নং স্মারকে সরকারি খাদ্য গুদাম হতে ডি.ও মূলে ডিলারকে চাল সরবরাহ দেওয়ার পূর্বে বস্তার গায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির জন্য বিতরণকৃত সিলমোহর প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে মাঠপর্যায়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে। এক্ষণে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তা দেখে সহজে বিতরণের খাত ও সময়কাল চিহ্নিত করার জন্য '**বিতরণকৃত**' সিলে **খাতের নাম** ও **সাল** সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এমতাবস্থায়, "**বিতরণকৃত**" স্টেনসিল মার্ক তৈরির সরঞ্জামাদি-সিল, রং, ট্রে, সাদা গাম (Acrylate Polymer), ফোম, ব্রাশ ইত্যাদি ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং বর্ণিত কাজের শ্রমিক মজুরি পরিশোধ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত নির্দেশনা অবিলম্বে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো:

(১) গুদাম থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ দেওয়ার প্রাক্কালে প্রতিটি বস্তার গায়ে নমুনা অনুযায়ী খাতভিত্তিক অমোচনীয় লাল রংয়ের "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান করতে হবে; স্টেনসিলটি অবশ্যই কম্পিউটার কম্পোজ করতে হবে; কোন অবস্থাতেই অমোচনীয় রং ব্যতিত অন্য কোন রং ব্যবহার করা যাবে না;

(২) স্টেনসিলটি হাতলওয়ালা কাঠের ফ্রেম (৮.২৫ ইঞ্চি X ৪.২৫ ইঞ্চি) ও রাবার স্ট্যাম্পে (৮ ইঞ্চি X ৪ ইঞ্চি) দ্বারা তৈরি করতে হবে; কোন অবস্থাতেই এ পরিমাপের চেয়ে ছোট করা যাবে না;

(৩) ১/২ লিটার রেড হাড্ডেড রংয়ের সাথে ২ লিটার ফ্রেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল কালি/রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করতে হবে এবং ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার স্ট্যাম্পে ছাপ দিয়ে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় স্টেনসিল মার্ক প্রদান করতে হবে;

(৪) স্টেনসিলটিতে নমুনা অনুযায়ী "**বিতরণকৃত**" শব্দটির অক্ষরসমূহ ২ সে.মি এবং তার নিচে "**এলএসডির নাম**", "**খাতের নাম**" ও "**সন**" ১.৫ সে.মি হতে হবে;

(৫) সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় "**বিতরণকৃত**" স্টেনসিল মার্ক প্রদান কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় স্টেনসিল সরঞ্জামাদি ও রং বা অমোচনীয় কালি ক্রয় বাবদ যাবতীয় ব্যয় কোড নং-৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সিল খাত থেকে সরকারি বিধি মোতাবেক ব্যয় নির্বাহ করা হবে। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং সিএসডি কার্যালয়সমূহের অনুকূলে উক্ত কোডে বাজেট সংস্থান রয়েছে;

(৬) সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় খাতভিত্তিক 'বিতরণকৃত' সিল প্রদানের জন্য একটি এলএসডি/সিএসডির জন্য বছরভিত্তিক (Calender year) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাতভিত্তিক সিল তৈরি করতে হবে। তবে এলএসডি/সিএসডি'র কাজের পরিধি অনুসারে সিলের সংখ্যা কম/বেশি হতে পারে;

(৭) স্টেনসিল প্রদান কাজ "**শ্রম হস্তার্পণ ঠিকাদার দ্বারা নিয়োজিত শ্রমিকদের দ্বারা**" পূর্ব নির্ধারিত কাজের অতিরিক্ত কাজ হিসেবে এ কাজ সংযুক্ত করে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ কাজের জন্য সরকার নির্ধারিত ব্যয় প্রদান করা হবে, যা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তীতে জানানো হবে; সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যয় কোড নং-৩২৫৪১০৬-খাদ্য খালাস ব্যয় খাত হতে নির্বাহ করতে হবে; শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত বিল সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মনিটরিং করবেন; এ কাজে নিয়োজিত শ্রমিককে অবশ্যই অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে;

(৮) নিম্নোক্ত নমুনা মোতাবেক স্টেনসিল তৈরি করতে হবে, নিম্নে স্টেনসিলের খাতভিত্তিক ২টি নমুনা প্রদান করা হলো:

(৯) নমুনায় প্রদত্ত দুটি খাত ছাড়াও অন্যান্যখাত যেমন- ওএমএস, বিশেষ ওএমএস, ভিজিডি, জিআর, পুলিশ রেশন, বিজিবি রেশন, সেনাবাহিনী, কাবিখাসহ আরও অন্যান্য খাতভিত্তিক "**বিতরণকৃত**" স্টেনসিল তৈরি করতে হবে (পরিশিষ্ট-'ক');

(১০) এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে খাতভিত্তিক "**বিতরণকৃত**" স্টেনসিল প্রদান না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১০	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০
			১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা	১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রুপরেখা প্রকাশ	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০
			১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৮-২০২০	১৪-৮-২০২০	১৮-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২					
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	২	১	-	-	-
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২০	১৫	১০	-	-
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২০	১৫	১০	-	-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			আয়োজন								
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩-২০২১	৫-৩-২০২১	১০-৩-২০২১	১৫-৩-২০২১	১৯-৩-২০২১
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-৫-২০২১	২৯-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৮	১০-৬-২০২১	১৬-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	৩	২	১	-	-
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	১০	৮	৬	৪	২
১০	তথ্য বাতায়নহালনাগাদ করণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২-২০২১	১৫-৩-২০২১	৩১-৩-২০২১	৩০-৪-২০২১	৩০-৫-২০২১
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০-২০২০	২০-১০-২০২০	২৪-১০-২০২০	২৮-১০-২০২০	৩০-১০-২০২০
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২১	৩০-৪-২০২১	১৫-৫-২০২১	৩০-৫-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	৩	২	১	-	-
১৪		৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন		৪	২০-০৫-	২৫-৫-	৩১-৫-	১০-৬-	১৫-৬-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা		উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	প্রকাশিত	তারিখ		২০২১	২০২১	২০২১	২০২১	২০২১
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৫-৮-২০২১